জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রিংশ/৩০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বোর্ড এর ৩০তম সভা গত ১৫/০১/৯৭ ইং (০২/১০/১৪০৩ বাং) তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও সদস্য কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাহী সভাপতি ডঃ জহরুল করিম মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুসারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৯তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৮/০৭/৯৬ইং তারিখের ৭৬২ নং স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অধ্যাবধি কোন মন্তব্য বা মতামত কোন সদস্যের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

ক) ফসলের ছাড়কৃত জাতসমূহের তালিকা তৈরী, সংরক্ষণ এবং কার্যার্থে বিতরণের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেয়া হয়েছিল (সিদ্ধান্ত ঃ ২ (ক) (১))। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ইতোমধ্যে জুন/৯৫ পর্যন্ত ছাড়কৃত জাতের তালিকা তৈরী করে সকলকে বিতরণ করেছে।

খ) ধানের ছাড়কৃত জাতসমূহ দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনে চাষীদের নিকট কতটা গ্রহণযোগ্য এবং উপযোগিতা বিবেচনায় রেখে রিকমেন্ডেড লিষ্ট তৈরী করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট পেশ করতে "ব্রি" কে অনুরোধ করা হয়েছিল (সিদ্ধান্তঃ ২ (ক) (২))। এ ছাড়া সদস্য-সচিব কে ২৮তম সভায় আলোচিত সার্ভে লিষ্ট এবং ব্রি কর্তৃক তৈরী রিকমেন্ডেড লিষ্ট অত্র সভায় উত্থাপন করতে বলা হয়েছিল (সিদ্ধান্ত ঃ২ (ক) (৩)। কিন্তু ব্রি থেকে এতদসংক্রান্ত রিকমেন্ডেট লিষ্ট পাওয়া না যাওয়ায় এ সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থার জন্য ব্রি কে অনুরোধ করা হয়।

গ) বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটিকে নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণ করে প্রতিবেদন তৈরী ও সভায় পেশ করার জন্য বলা হয়েছিল। কমিটি প্রতিবেদন তৈরী করেছে। এ সভায় বিষয়টি ৬নং আলোচ্য সূচীতে উত্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সুপারিশ অনুমোদনের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হলো।

ঘ) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কমিটি তাঁদের সুপারিশ দাখিল করেছে। বিষয়টি এ সভায় আলোচ্যসূচি-৪ উত্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) প্রকৃত আলু বীজের দু'টি জাত ছাড়করণের জন্য পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কে অনুরোধ করা হয়েছিল। বারি থেকে আবেদন পাওয়া গেছে। বিষয়টি আলোচ্যসূচি-৭ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি একটি বিষয় বাদে সন্তোষজনক বিবেচনা করা হলো।

২.২ দেশের এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ওয়ারী ধানের জাতসমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতার নিরেখে একটি রিকমেন্ডেড লিষ্ট এপ্রিল/৯৭ তারিখের মধ্যে তৈরী করার দায়িত্ব একক ভাবে ব্রি এর পরিবর্তে আলোচনা ক্রমে নিম্নের কমিটিকে দেয়া হলো।

ব্রি	(প্রতিনিধি)	আহবায়ক
বিনা	(প্রতিনিধি)	সদস্য
বিএইউ	(প্রতিনিধি)	সদস্য
এসআরডিআই	(প্রতিনিধি)	সদস্য
ডিএই	(প্রতিনিধি)	সদস্য-সচিব

অতিসত্বর এ বিষয়ে এসসিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে আবেদন করে ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রত্যয়ন নেওয়া এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ধান, গম ও পাট এর ব্রিডার বীজ প্রত্যায়ন করার অনুমতি দিতে জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড বিগত ৩৬তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেছে এবং আলু ও আখের ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে কারিগরি কমিটিকে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেছে। আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন বিষয় ও সভার আলোচ্যসূচি-৫ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

খ) আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে স্পট মার্কেট সার্ভে এবং সীড ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত বীজের নমুনা ক্রয় এবং বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রতিবেদন তৈরীর অনুমতি প্রদানের সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড মান ঘোষিত বীজের মান পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে স্পট মার্কেট সার্ভে করার অনুমতি দিয়েছে এবং ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ড কে অবহিত করতে বলেছে।

গ) কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় ধান ও পাটের যথাক্রমে বাউ ধান-২ ও বিনা দেশী পাট-২ ছাড়করণের সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড বাউ ধান-২ জাতটি আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করেছে। বিনা দেশী পাট-২ জাতটির আঁশের উজ্জলতা, কাটিং কম এবং আঁশের বৈশিষ্টসমূহ কোয়ালিফাই করে কারিগরি কমিটিকে সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। বিনা দেশী পাট-২ সংক্রান্ত বিষয় এ সভায় আলোচ্যসূচি-৮ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় (সিদ্ধান্তঃ ৩.৩ (গ) হাইব্রিড জাতসমূহের ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে আহবায়ক করে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পদ্ধতি পেশ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে।

কমিটি ইতোমধ্যে তাঁদের সুপারিশ দাখিল করেছে 'পরিশিষ্ট 'খ'। পদ্ধতিতে কমিটি নোটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রে দুই বৎসরে জাতের মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব রেখেছে। প্রথম বৎসর আগাম ফলন পরীক্ষা এবং ২য় বৎসর মাল্টিলোকেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার মাধ্যমে জাত এর উপযুক্ততা ও বীজ বোর্ডের অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ছাড়করনের সুপারিশ করেছে। নন নোটিফাইড ফসলের হাইব্রিড জাত মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে ছাড়করণ হতে পারে বলে কমিটি জানিয়েছে। পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ব্রি এর প্রতিনিধি সভাকে জানায় যে ইতিমধ্যে প্রাইভেট সীড ডিলারদের নিকট হতে বিদেশী হাইব্রিড ধানের জাতের নমুনা পরীক্ষার জন্য ব্রি প্রস্তাব পেয়েছে। পরীক্ষার কাজও শুরু করতে হচ্ছে। পদ্ধতি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত এ পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সমিচীন নয়। সভার সকল সদস্য নোটিফাইড ফসলের কল্পে হাইব্রিড জাত আমদানীর ক্ষেত্রে যে আইন তৈরীর কথা প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বলা হয়েছে সে আইন তৈরীর উপর গুরুত্ব দেন এবং পদ্ধতি ও আইন তৈরী হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা ও আমদানীর অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

৪.১ "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি" অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৪.২ ব্রি কে প্রাইভেট সীড ডিলারদের অনুরোধে আপততঃ হাইব্রিড জাত টেষ্ট কার্যক্রম না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪.৩ নিয়ন্ত্রিত ফসলের বিদেশী জাতের বীজ আমদানীর পূর্বে প্রস্তাবিত পদ্ধতির ২নং প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বীজ আইন ও সংগনিরোধ বিধি, এর আওতায় প্রয়োজনীয় আইন/বিধি তৈরী হওয়া দরকার। আইন/বিধি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বীজের জাত ছাড়করণের জন্য নিয়ন্ত্রিত ফসলের হাইব্রিড বীজ আমদানীর অনুমতি না দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ আলু এবং আখের মৌল বীজ প্রত্যয়ন

কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ধান, গম ও পাটের ব্রিডার বীজ দেশের বর্তমান প্রচলিত প্রথায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বীজনীতির ঘোষণা অনুসারে আলু ও আখের মৌল বীজ প্রত্যয়ন করার বিষয়ে পৃথক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভায় সিদ্ধান্ত ঃ ৩ (গ) (২) তে কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। আলু বীজ ফসলের শুধু মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পাঁচ সদস্যের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে চালু আছে। আখের জন্য মৌল বা অন্য কোন শ্রেণীর বীজ এখন প্রত্যয়ন করার কোন কার্যক্রম নেই। তবে ভিত্তি, রেজিষ্টার্ড ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা নিজেই উৎপাদন ও মান সংরক্ষণ করছে। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আলু বীজ প্রত্যয়ন করার জন্য জনবল আছে। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চালু আছে। কিন্তু আখের বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই। সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বর্তমান সুবিধা এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সুপারিশ ও বীজ নীতির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু এবং আখের বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি কে আহ্বায়ক করে এসসিএ, এসআরটিআই, বিএসএআইসি, টিসিআরসি, বিএডিসি এবং ডিএই হতে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি করা হলো। কমিটিতে এসসিএ সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে কমিটি সুপারিশ তৈরী সম্পন্ন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বীজমান পুনঃনির্ধারণ প্রতিবেদন বিবেচনা।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় বর্তমানে ফসলের বীজমান কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল আছে বিবেচনা করে ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজ ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালককে আহ্বায়ক এবং বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, বিএডিসি, বিআরআরআই, গম গবেষণা কেন্দ্র, টিসিআরসি, এসআরটিআই, বিজেআরআই ও এসএসবি এর প্রতিনিধি ছিলেন। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন (পরিশিষ্ট-গ)। প্রতিবেদনে ঘোষিত ৫টি ফসলের মাঠমান ও বীজমান এর কোন ক্ষেত্রে শিথিল মান কিছুটা শক্ত ও শক্তমান শিথিল করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মান কার্যপোযোগী বলে মনে করেন এবং বিএডিসি'র উক্ত মান প্রয়োগে অসুবিধা হবে না বলে জানান। সভায় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেশে তা বর্তমানে প্রয়োগ উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এইচ পি এস- II /৬৭ এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রকৃত আলু বীজের ভারতীয় এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এইচ পি এস- II /৬৭ জাত দু'টি ছাড়করণের জন্য টিসিআরসিকে মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণের জন্য বলা হয়েছিল। অপর দিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে ভারত থেকে বীজ আমদানী করে বিএডিসি উক্ত জাতের বীজ চাষীদের নিকট বিতরণ করে আসছে। পাশাপাশি টিসিআরসি মূল্যায়নের জন্য গত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করেছিল। মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত জাতদ্বয়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে এবং টিসিআরসি ইতিমধ্যে জাত দু'টির ছাড়করণের আবেদন করেছে। জাতদ্বয়ের গুণাবলী নিম্নরুপ।

এইচ পি এস- ৭/৬৭ ঃ জাতটি সি আই পি অঞ্চলের এস ডাব্লিউ ও এ, নতুন দিল্লী, ভারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। জাতটি ১০০±৫ দিনের। বাংলাদেশে এর সকল ফলন ও কৃষিতাত্বিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। জাতটির বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে এর হলুদ শাস, হলুদ উজ্জল খোশা ও ডিম্বাকৃতি। এর ফলন ডায়মন্ড জাতের সমতুল্ল অথচ আবাদ খরচ ৩০-৫০% কম। ভাইরাস রোগ হয় না এবং অন্যান্য বালাই বহুলাংশে কম।

এইচ পি এস- II /৬৭ ঃ এ জাতটির উৎপত্তিস্থল এবং অন্যান্য গুণাবলী এইচ পি এস-৭/৬৭ এর অনুরুপ। তবে এ জাতটি এইচ পি এস-৭/৬৭ হতে ফুল ও আলুর আকৃতি দিয়ে আলাদা করা যায়। এইচ পি এস-II/৬৭ এর আলুর আকৃতি গোল-ডিম্বাকৃতির এবং এর ফুল সাদা।

উক্ত গুণাগুণ বিবেচনা করে জাত দু'টি ছাড় করার পক্ষে সকল সদস্য মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ডিএই থেকে না পাওয়ায় ছাড়করণের সুপারিশ আপাতত স্থগিত রাখা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এ পি এস- II /৬৭ এর মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ডিএই কে জরুরীভাবে প্রদানের অনুরোধ করা হলো। টিসিআরসি'র সংশ্লিষ্ট ব্রিডারকে এ বিষয়ে ডিএই কে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করা হলো। মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় প্রস্তাবিত জাত দুটি ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিনা পাট-১ (স-২৭৮) ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় বিনা পাট-২ ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী পাটের সিভিএল -১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে কৌলিক পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি বিশেষ বৈশিষ্টের মধ্যে আগাম বপনযোগ্যতা, কান্ড পচা রোগ, বিছা ও নিমোটোড এর আক্রমণ প্রতিরোধ অনেকাংশে সক্ষম এবং অন্যান্য দেশী পাটের চেয়ে আঁশের ফলন ৭.৬৭% বেশী। আঁশের রং ও কাটিং এর বিষয়ে বিনার বক্তব্য যথাযথ উপাত্ত বা টেস্ট রেজাল্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিকে উক্ত বিষয়ে উপাত্ত যাচাই করে পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করেছেন।

বিনা ইতোমধ্যে আঁশের ১০টি বৈশিষ্টের পরীক্ষার ফলাফল এ সভায় বিবেচনার জন্য দাখিল করেছেন (পরিশিষ্ট-ঘ)। উক্ত ফলাফলে দেখা যায় ট্যানাসিটি, লিনিয়ার ডেনসিটি, লোডব্রেক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে প্রার্থী জাতটি সিভিএল -১ অপেক্ষা ভাল। আঁশের মান নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতের গড় পড়তা আঁশের মান এর বিষয়ে সিভিএল-১ এর সাথে যে পার্থক্য আছে তা নগণ্য। তাছাড়া অন্যান্য গুণাগুণ সিভিএল-১ অপেক্ষা ভাল।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতটির আগাম বপনযোগ্যতা, রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ফলন বেশী ইত্যাদি গুণাগুণ বিবেচনা করে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করার পক্ষে পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি প্রকৃত আলু বীজ আমদানীর পদ্ধতি সুপারিশ তৈরী করেছেন। টিসিআরসি নির্দ্ধারিত টিপি এস জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সময়ে মল্যায়ন সমাপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এক মৌসুমে পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমদানীকারককে বীজ আমদানী ও বাজারজাতের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজারজাতের পর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার জাতের পারফরমেন্সের তথ্য ডিএই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে টিসিআরসি, সীড উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চাষী পর্যায়ে পারফমেন্স খারাপ হলে কি করণীয় হবে সে বিষয়ে কোন কথা সুপারিশে বলা নেই। তবে ফসলের আবাদ জাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমদানীকারক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ চাষীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে হয়েছে। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন বা ক্ষতি পূরণের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নাই। শুধু ক্ষতির কারণ চিহ্নিতকরণের জন্য আমদানীকারক এবং ডিএই কর্মচারী এর যৌথ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে (পদ্ধতি পরিশিষ্ট-ঙ)।

সভায় টিপিএস আলুর জাত আমদানীর পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চাষীর স্বার্থ এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে পদ্ধতিতে উল্লেখিত ৭ অনুচ্ছেদ এর আওতায় একটি গাইড লাইন তৈরী প্রয়োজন বলে সকলে মত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৯.১ প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি প্রকৃত আলু বীজের আমদানী পদ্ধতি" হিসাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

৯.২ বীজের কারণে আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে চাষীকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্ধারণের জন্য ডিএই একটি গাইড তৈরী করবে এবং বীজ উইং, কষি মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যার্থে সকল কে বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-১০ঃ মাঠ মূল্যায়ন দলের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

দেশে বর্তমানে ৯টি অঞ্চলের জন্য ৯টি মাঠ মূল্যায়ন দল রয়েছে। এ সকল দল নতুন ছকপত্র অনুযায়ী মাঠ মূল্যায়ন কাজ করেছে। ছক পত্রের ১ম অংশে ব্রিডার কর্তৃক পূরণ করে বীজ বপনের পরপরই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। মূল্যায়ন দলকে ফসলের তিনটি বৃদ্ধি পর্যায়ে কম পক্ষে তিন বার পরিদর্শন ও ছক পত্রের তিনটি অংশের প্রশ্নপত্রের উত্তর নোট করে তৎপর সাধারণ মতামত লিখে স্বাক্ষরসহ মৌসুম শেষে পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই এর কাছে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মূল্যায়ন কাজ সময়মত সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মূল্যায়ন দলের সাথে সরাসরি যোগাযোগসহ সকল প্রয়াস চালাচ্ছে এবং মূল্যায়ন দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যে মূল্যায়ন দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দলের সদস্যরা মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র ফসলওয়ারী এবং কার্য উপযোগী করে তৈরীর তাগিদ দিয়েছে এবং ব্রিডারের দেওয়া তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পূরণ করতে এবং বপনের পর পরই দলের নিকট প্রেরণের প্রয়োজন বলে জানিয়েছে। তাঁরা প্রতিটি দলের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে মনোনীত সদস্যকে দলের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব প্রদানের কথাও বলেছে। ইতোমধ্যে বীজ উইং, কষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নতুন জাতের কার্যকরিতা যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য মাঠ মল্যায়ন পদ্ধতি রিভিউ করা হচ্ছে।

সভায় ব্রি এবং বারি এর প্রতিনিধিগণ মাঠ মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই এর নিকট প্রেরণের ফলে অযথা সময়ক্ষেপণ হচ্ছে এবং এর ফলে জাত ছাড়করণে বিলম্ব হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। ডিএই এর প্রতিনিধিও প্রতিবেদন সরাসরি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব বারাবরে প্রেরণের পক্ষে মত দেন। সভার অন্যান্য সদস্যও ফসলওয়ারী ছক পত্র তৈরী ও পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য প্রতিবেদন সরাসরি সদস্য-সচিবের বরাবরে প্রেরণে সুবিধা হবে বলে মনে করেন। তাছাড়া মাঠ মূল্যায়ন কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর। কাজেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকেই সমন্বয়ের কাজ করতে দেয়া উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র ও জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী আগামী ৩০শে এপ্রিল এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্য নিম্নের কমিটি গঠন করা হলো।

১) সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহবায়ক
২) গম গবেষণা কেন্দ্রের ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩) বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪) টিসিআরসি এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫) বিএসআরআই এর ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬) বিজেআরআই এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭) এসসিএ এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

খ) নয়টি মাঠ মূল্যায়ন টিমের নেতা এখন হতে মাঠ মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদন সরাসরি সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং পত্রের ও প্রতিবেদনের অনুলিপি পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই কে দিবেন।

গ) এখন হতে মাঠ মূল্যায়ন টিমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ব্যাপারে কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধিত মাঠ মূল্যায়ন টিমের তালিকা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সকলকে বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-১১ ঃ বিবিধ।

ব্রি এর প্রতিনিধি তাদের চারটি প্রার্থী জাতের ছাড়করণের বিষয়ে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্রি তাঁদের চারটি জাতের মূল্যায়ন গত আমন মৌসুমে সারা দেশে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান। প্রার্থী জাতসমূহের জন্য আবেদনপত্রও তৈরী করা হয়েছে। অদ্যকার সভায় সুযোগ দিলে ব্রি তা উত্থাপন করতে আগ্রহী। ডিএই প্রতিনিধি জানান মূল্যায়ন প্রতিবেদন সকল টিমের নিকট হতে এখনও পাওয়া যায় নি। কাজেই মূল্যায়ন প্রতিবেদন জরুরী ভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। সভায় অনেক সদস্য মনে করেন মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর একটি বিশেষ সভা প্রয়োজনে আহ্বান করা যেতে পারে। ব্রি আগামী আমন মৌসুমে বীজ উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য উক্ত জাতসমূহ ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বলে সভা কে জানান। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ডিএই জরুরীভাবে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিবেদন তৈরীতে ব্রি, ডিএই কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে।

খ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্রি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট বিশেষ সভা আয়োজনের জন্য প্রস্তাব করবে এবং এসসিএ সংশ্লিষ্ট ধানের জাতের এবং টিসিআরসি এর প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের বিষয় উক্ত বিশেষ সভায় উত্থাপন করবে।

আর আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
সভাপতি
ও
সদস্য-পরিচালক (শস্য)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

"পরিশিষ্ট-ক"

১৫/০১/৯৭ ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩০ তম সভায়

উপস্থিত সদস্যের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মোঃ ইকবাল আক্তার	প্রধান বৈঃ কর্মকর্তা, বারি
২।	ডঃ তুলসী দাস	প্রধান, উঃ প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৩।	ডঃ এ.বি. সাখাওয়াত হোসেন	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
৪।	জনাব কে. এম. শামসুজ্জামান	পিএসও, টিআইএমএ
৫।	ডঃ এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ	পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই
৬।	জনাব এ,এইচ, কিউ আহমেদ	ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৭।	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	উপ-পরিচালক (বীজ পরীক্ষা), বিএডিসি
৮।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উ-পরিচালক, ডিএই
৯।	জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া	কোঅর্ডিনেটর (ভিসিইউ), এসসিএ
১০।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	মহাপরিচালক, বিনা
১১।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১২।	জনাব সৈয়দ সারোয়ার হোসেন	সহঃ বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৩।	জনাব মোঃ আবু বাকার	পরিচালক (গঃ) ভারপ্রাপ্ত, ব্রি
১৪।	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), জিআরএস, ব্রি
১৫।	জনাব মোঃ আঃ ছালাম	পিএসও, ব্রিডিং, ব্রি
১৬।	জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার	কৃষক প্রতিনিধি

ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি প্রণয়ন সম্পর্কিত ১৬-৬-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (পরিশিষ্ট-খ)

গত ১৬-৬-৯৬ইং তারিখ ১০.০০ ঘটিকায় ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি প্রণয়ন সম্পর্কিত এক সভা ব্রি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

১। জনাব জি এম মঈনুদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, দিলকুশা, ঢাকা।
২। ডঃ মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ মনির উদ্দিন খান, পি এস সিও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
৪। ডঃ তুলশী দাস, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ব্রি, গাজীপুর। (পর্যবেক্ষক)
৫। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর, (পর্যবেক্ষক)।
৬। জনাব খায়রুল বাশার, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জেনেটিক রিসোর্স এন্ড সীড বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর (পর্যবেক্ষক)।
৭। জনাব খন্দকার এনামুল কবীর, সিনিয়র লিয়াজো অফিসার, ব্রি, গাজীপুর (পর্যবেক্ষক)।

পরিচালক (গবেষণা) সভার শুরুতে বিগত ১৭-৪-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয়-৬ এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার অনুরোধ জানান। অতঃপর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হাইব্রিড ধান ও অন্যান্য ফসলের হাইব্রিড বীজ আমদানী ও ছাড়করণ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বীজ আমদানী ঃ

১। জাতীয় বীজ আইনের আলোকে অন্য দেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নপূর্বক অথবা দেশের অভ্যন্তরে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এই দুই ভাবে হাইব্রিড জাত এদেশে চাষের জন্য অনুমোদন করা যেতে পারে।

২। হাইব্রিড জাত আমদানি বা প্রবর্তনের নামে এ দেশের কৃষকরা যাতে প্রতারিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা দরকার।

৩। প্রাথমিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য বীজ আমদানি করতে আগ্রহী আমদানিকারককে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন অনুসরণসাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ফসলভেদে বিভিন্ন পরিমাণ, তবে ধানের ক্ষেত্রে মোট ২০ (বিশ) কেজি হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৪। জাত অনুমোদন ও ছাড়করণের পর প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট বীজ ব্যবসায়ীকে অনুর্ধ ১০০ (একশত) টন হাইব্রিড ধানের বীজ উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন অনুসরণ সাপেক্ষে আমদানির অনুমতি দেয়া হবে। বীজ আমদানির চেয়ে স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান ও জোরদার করতে হবে।

হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি ঃ

৫। ধানের ক্ষেত্রে প্রথম বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিএডিসি কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ৫টি করে মোট ১০টি স্থানে Advance Yield Trial এর মাধ্যমে আমদানিকৃত হাইব্রিড বীজের প্রাথমিক উপযোগিতা যাচাই করা হবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে পরবর্তী বছর Multi-location and on-farm trial evaluation এর জন্য সুপারিশ করা হবে।

৬। দ্বিতীয় বছরে উপরোল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে ২৪টি location- বিএডিসি ও আমদানী কারক সংস্থা পরিচালিত Multi-location trail এবং On farm trial field evaluation (প্রতিটি ১০টি location) এর মাধ্যমে উক্ত জাতের উপযুক্ততা ও বীজ বোর্ডের অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। তৃতীয় বছর জাত অনুমোদনের পর বীজ বর্ধন ও উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। Trial ও Evaluation সম্পর্কিত কাজ ও আনুষ্ঠানিকতা ২ বছরের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৯। জাত ছাড়করণের পূর্বে হাইব্রিড ধানের সিএমএস (CMS) এবং রেষ্টোরার (Restorer) প্যারেন্টদ্বয়ের উৎস (source) ও এগ্রোনোমিক বৈশিষ্ট (Agronomic characteristics) ইত্যাদি মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করতে হবে।

১০। ক) গমের হাইব্রিড এর এদেশে সম্ভাবনা কম তবুও গমের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের মতই ছাড়করণ পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে। খ) আলুর হাইব্রিড ছাড়করণ পদ্ধতি টিপিএস এর মত হবে। গ) পাটের হাইব্রিডের প্রয়োজনীয়তা এখনো দেখা দেয়নি। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ঘ) অন্যান্য ফসলের হাইব্রিড জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে।

১১। Trail ও Evaluation এর জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে একটি নির্ধারিত পরিমাণ ফান্ড যোগান দিতে হবে।

১২। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত বীজ/জার্মপ্লাজম আমদানী আগের মতই অব্যাহত থাকবে।

সভাপতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

স্বা/-
(ডঃ এম নাসির উদ্দিন)
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর।

"পরিশিষ্ট-খ"

বীজমান পুনঃ নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন নভেম্বর, ১৯৯৬

কমিটি গঠন ঃ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৫তম সভার ৪.৩ সিদ্ধান্তবলে প্রথমে পাঁচ সদস্যের কমিটি করা হয়। পরবর্তীতে কারিগরি কমিটি ২৭তম সভার ২.৫ সিদ্ধান্ত এবং বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিম্নের কমিটি করা হয়।

পুনঃ নির্ধারণ কমিটির সদস্য

১। জনাব গোলাম আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	আহ্বায়ক
২। জনাব এম এ সামাদ, সহ-সভাপতি, এসএসবি	সদস্য
৩। জনাব এ এইচ কিউ আহমেদ, ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি	সদস্য
৪। জনাব মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, উপ-পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই	সদস্য
৬। প্রধান, জেনেটিক রিসোর্স ও বীজ বিভাগ, ব্রি	সদস্য
৭। জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ, পিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই	সদস্য
৮। ডঃ আব্দুল আউয়াল, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, এসআরটিআই	সদস্য
৯। ডঃ মোঃ ইকবাল আক্তার, পিএসও, টিসিআরসি, বারি	সদস্য
১০। জনাব মোঃ রহিমুল্লা, পিএসও, গম পরীক্ষা ষ্টেশন, বারি	সদস্য

কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১। ধান, গম, পাট, আলু এবং আখ এর মান পুনঃনির্ধারণ করে সুপারিশ কারিগরি কমিটিতে পেশ করা।

কমিটির কর্ম তৎপরতা ঃ

কমিটি ধান, গম, পাট, আলু ও আখ এর বীজমান ও মাঠমান পর্যালোচনা ও দেশে প্রয়োগ উপযোগী করার জন্য তিনটি সভায় যথাক্রমে ০২-০৫-৯৫, ১৬-০৫-৯৬ এবং ৯৩-১১-৯৬ তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তরে মিলিত হন। সভায় উক্ত ফসলের বর্তমান মান ছাড়াও ভারত, শ্রীলংকা, যুক্তরাজ্য, ন্যাদারল্যান্ড, চীন, আইজেও এবং বিএসএফআইসি এর মান পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া আপত্তিকর আগাছার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফসলের গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে তালিকা ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। কমিটি আলোচনাকালে দেখতে পান যে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ মান ও মাঠমান এর কোন কোন প্যারামিটারে সাধারণভাবে বলা আছে, আবার কোন কোন প্যারামিটার বেশ শিথিল। অপর দিকে ব্রিডার শ্রেণীর মান বেশ উচ্চ। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার রেখে বাংলাদেশে প্রয়োগের উপযোগী করে বীজমান ও মাঠমান কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিএডিসির প্রতিনিধি মান পুনঃনির্ধারণে কারিগরি সহযোগিতা করলেও পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

কমিটির সুপারিশ ঃ

ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের প্রস্তাবিত পুনঃ নির্ধারিত মান পরিশিষ্ট-'ক' উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পুনঃনির্ধারিত মান কারিগরি কমিটিতে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
আহবায়ক
বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটি
ও পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর- ১৭০১।